দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রত্যাশা

জামালউদ্দিন বারী

নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় নতুনত্বের চমক দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আওয়ামী লীগ দিনবদলের প্রতিশ্রুতি সংবলিত যে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছিল তা যে দেশের বিরাট সংখ্যক ভোটারের সমর্থন লাভ করেছে, মহাজোটের বিশাল বিজয় থেকে তা সহজেই আঁচ করা যায়। অন্যান্য নির্বাচনী ফ্যাক্টর বাদ দিলে, চলমান রাজনৈতিক ধারার অবসান ঘটিয়ে উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার নতুন চ্যালেঞ্জকে দৃঢ় প্রত্যয়ে গ্রহণ করাই ছিল মহাজোটের এই নিরঙ্কুশ বিজয়ের মূলমন্ত্র। এ রায় এই সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এই প্রত্যাশা পূরণের বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে মহাজোট সরকারকে একেবারে শুরু থেকেই আঁটঘাঁট বেঁধে কাজে নামতে হবে। কোটি কোটি মানুষের দিনবদল তথা ভাগ্য বদলের প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূর করা। আমাদের সমাজজীবনে এ দু'টি প্রপঞ্চ পরস্পর একটি দুষ্ট চক্র তৈরী করেছে। একটির উপর অন্যটি বহুলাংশে নির্ভরশীল। উন্নয়নশীল বিশ্বের সবখানেই দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রায় সব সরকারেরই টপ প্রায়োরিটি হিসেবে বিবেচ্য হয়ে থাকে। সেই সাথে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণও সমান গুরুত্ব বহন করে। যে দেশ জাতীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে সঠিক সময়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং নিরক্ষরতা দূর করতে সক্ষম হয়েছে তারাই নিজেদের অবস্থানকে উন্নততর দেশগুলোর কাতারে শামিল করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভায় একঝাঁক উচ্চশিক্ষিত ও তারুণ্যদীপ্ত রাজনীতিককে স্থান করে দিয়ে দিন বদলের প্রথম পদক্ষেপের শুভসূচনা করেছেন বলে অনেকে মনে করছেন। যদিও দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এঁদের অনেকেই অনভিজ্ঞ ও নতুন, তথাপি গতানুগতিক ধারার রাজনৈতিক আচরণ পরিহার করে নতুন সম্ভাবনায় পৌঁছতে এসব তরুণ মন্ত্রী, এমপি জাতিকে নতুন কিছু উপহার দিতে সক্ষম হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশেষত শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে মহাজোট সরকার এক বিরাট চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের এনরোলমেন্ট শতকরা একশ' ভাগে উন্নীত করা এবং ২০১৪ সালের মধ্যে ১০০ ভাগ সাক্ষরতা অর্জনের মত সুনির্দিষ্ট ও কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিগত সরকারগুলো দেশকে একটি জাতীয় লক্ষ্যভেদী শিক্ষানীতি উপহার দিতে পারেনি। অন্যদিকে সদ্য বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদেশী প্রেসক্রিপশনের আলোকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু বিতর্কিত বিষয় চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন। মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি, প্রাথমিক শিক্ষায় এনজিও ব্র্যাকের নজরদারির দায়িত্বপ্রদান, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশেষ প্রিভিলেজ প্রদান এবং বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার নামে স্থানীয় সামাজিক নেতৃত্বের অংশগ্রহণের বদলে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ করার মত পদক্ষেপ এ সময় দেখা গেছে। দেশের বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে এ সময় ছন্দপতন ঘটতে দেখা যায়। দলীয় সরকার ও স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কমিটিতে রাজনৈতিকভাবে মনোনীত ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, এটা যেমন সত্য তেমনি, বিরাজনীতিকীকরণের নামে প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দেয়ায় স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক কমিটির বদলে ডিসি ও টিএনওদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার মান ও পরিবেশের উন্নয়নে সফল হয়নি। অভিভাবক, দাতা, শিক্ষানুরাগীসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিদ্যালয় কমিটির সদস্য ও সভাপতিদের কেউ কেউ রাজনৈতিক দলের কর্মী বা সমর্থক থাকতেই পারেন। এ জন্য নির্বাচিত কমিটিগুলোকে ভেঙে দিয়ে সেখানে ডিসি, টিএনও'র নেতৃত্বে এড-হক কমিটি গঠনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং স্বাভাবিক গতিশীলতাকেই রুদ্ধ করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছিল। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তায় উপদেষ্টা পরিষদের সভায় অনুমোদিত 'বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা অধ্যাদেশ ২০০৮' জারি হওয়ার পর সর্বমহল থেকে এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ উঠেছে। দেশের শিক্ষক সমাজ কয়েকটি রাজনৈতিক ধারায় বিভক্ত হলেও উভয় পক্ষের শিক্ষক প্রতিনিধিরাও এ নতুন অধ্যাদেশের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মত দিয়ে অধ্যাদেশটি পুনর্বিবেচনার জন্য বর্তমান সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সভাপতি মনোনয়নের ক্ষমতা ডিসির হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। ডিসি-ইউএনওরা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড যেমন সঠিকভাবে পালন করতে পারেন না, তেমনি একজন কর্মকর্তা অনেকগুলো স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। 'বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ২০০৮'-এর ৬ নং ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা তার মনোনীত কোন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট এলাকার দুই-তৃতীয়াংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। বাকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জেলা প্রশাসক স্থানীয় শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক বা অবসরপ্রাপ্ত কোন প্রথম শ্রেণীর সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাদের মনোনয়ন দেবেন। এই প্রক্রিয়ায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় রাজনৈতিক তদবির এবং ঘুষের বিনিময়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সভাপতির পদ দখলের আশঙ্কা তৈরী হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কেউ কেউ মনে করছেন। দেশে বর্তমানে ৩০ হাজারের বেশী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় চাহিদার নিরিখে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী এবং দানশীলরাই এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখেন। স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগণ এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ত্যাগী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। বর্তমান নিয়োগ পদ্ধতির আওতায় যোগ্য প্রধানশিক্ষক বা অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত অভিভাবক, দাতা, শিক্ষক প্রতিনিধি ও শিক্ষানুরাগীদের মধ্য থেকে মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের সুপারিশ ও শিক্ষাবোর্ডের চূড়ান্ত অনুমোদনের মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচন অনেক বেশী গণতান্ত্রিক এবং গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সরকারের প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতি রেখে বর্তমান শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ দায়িত্ব গ্রহণের পরই শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, পরিবর্তনের প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সর্বাগ্রে ঢেলে সাজাতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধ, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গতানুগতিক রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে সুশৃঙ্খলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে সরকারের অন্য সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এ জন্য শিক্ষাকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল করে তোলা যেমন কাঙ্ক্ষিত নয়, তেমনি স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা যাতে শ্রেফ গায়ের জোরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সেজে বসতে না পারে তাও নিশ্চিত করা আবশ্যক।

তারিখ 12 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩